গাংনীতে বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন

বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্য দিয়ে গাংনী উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রজমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকি উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে শনিবার সকাল ৮ টার দিকে উপজেলা আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে বাসস্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পণ শেষে একটি শোক র্যালী রেজাউল চত্বর থেকে গাংনী অডিটরিয়ামে এসে শেষ হয়।

অডিটরিয়ামে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা। এ সময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, বামুন্দি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসসহ উপজেলা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকার ৯ টার দিকে গাংনী মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম, এ খালেক।

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম সাহাবুদ্দিন, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুর রহমান, গাংনী পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএম নিরাপদ দাস, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী প্রমুখ।

অন্যদিকে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য

অর্পণ, জাতীয় ও শোক পতাকা উত্তোলন,দোয়া মোনাজাত,আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এনজিও অফিস,ক্লাব,ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি শোকদিবসের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

খুনিদের ফেরাতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঁচ খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

শনিবার জাতীয় শোক দিবসে বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টের শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘জাতীয় শোক দিবসে যারা জন্মদিন পালন করতো, সেটি এবার না করে কেক কাটার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসায় জনগণ স্বস্তি পেয়েছে। ’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হয়েছে।

শনিবার সকালে শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে মুজিবনগর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় মুজিবনগর মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মতিৃ কমপ্লেক্স এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)আব্দুল হাশেম। এরপর মুজিবনগর টুরিষ্ট পুলিশ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,উপজেলা আওয়ামীলীগ, উপজেলা ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

এ সময় মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল বিভিন্ন নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা মিলনয়াতনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনির উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব এর সণ্ঞ্চালনায় বঙ্গবন্ধুর জীবনি ও আদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, মুজিবনগর থানা ইনচার্য ওসি আব্দুল হাশেম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ড সহ সুধিজন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শোক দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালিত

হচ্ছে। শোক দিবস উপলক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর বাস বভনের সামনে জাতীয়, দলীয় ও শোক দিবসের কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এসময় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম, দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, শোক দিবসের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহীম শাহীন।

পরে একটি শোক র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয় সেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল হক মাস্টার, দপ্তর সম্পাদক মখলেছুর রহমান খোকন, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন, পাবলিক প্রসিকিউটরই পল্লব ভট্টাচার্য, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহজামান, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান হিরনসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের শোক দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস। দিনের শুরুতেই যথাযথ মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জেলা যুবলীগের আহবায়ক

মাহফুজুর রহমান রিটন এর নেতৃত্বে ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিট প্রধানদের হাতে গাছে চারা তুলে দেন মাহফুজুর রহমান রিটন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর থানার আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান অপু, জেলা যুবলীগের অন্যতম সদস্য মাহাবুব হাসান ডালিম, জেলার আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজিজুর রহমান সাজু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান হিলন, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাহিনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানাসহ যুবলীগের নেতৃবৃন্দরা।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস

মেহেরপুরসহ সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস। এ উপলক্ষে সকালে মেহেরপুরের সর্বস্তরের জনগণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। পরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা।

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, যুব মহিলালীগ নেত্রী শামিউন বসিরা পলি, শামীম আরা হীরা, এছাড়াও যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

আলমডাঙ্গায় যুবক অপহরণ, মুক্তিপণে বাড়ি লিখে নেওয়ার অভিযোগ

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্ত এরই মধ্যে মালদ্বীপ প্রবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরন করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে

মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারন করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে শনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্ত এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরনের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, মাহিন উদ্দিন গ্রামে থেকে তার ছেলেকে দিয়ে এই চক্রান্ত করেছে। এখন তিনি পুরোপুরি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। থানায় আর্জি জানিয়ে তিনি এই চক্রান্তের সুষ্ঠু বিচার চান।

গাংনীতে বিধবাকে যৌন নিপীড়ন চেষ্টায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে এক বিধবাকে যৌন নিপীড়নের চেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে ভুক্তভোগী বিধবা নারী বাদী হয়ে থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নম্বর ১৭।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া

গ্রামের মৃত হারেজ আলির ছেলে দিনমজুর মহির উদ্দিন (৪৫) রাত এগারোটার দিকে প্রতিবেশী এক বিধবা মহিলার ঘরে ঢুকে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা চালায়। এসময় ওই বিধবা চিৎকার করলে মহিরউদ্দিন পালিয়ে যায়।

পরের দিন উভয় পক্ষই ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় উভয় পরিবারের মধ্যে সালিশের আয়োজন করে। দুই পক্ষের রশি টানাটানিতে সালিশ পন্ড হয়ে যাই। বৃহস্পতিবার ওই মহিলা সাহারবাটি বিট পুলিশি এর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বিট পুলিশিং এর এসআই আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী থানার এসআই আব্দুল হান্নান সহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য গ্রামে গিয়ে ঘটনা যাচাই বাছাই করেন। শুক্রবার রাতে ভুক্তভোগী বিধবা মহিলার লিখিত অভিযোগ আমলে নিয়ে মামলা রুজু করা হয়। ঘটনার দিন থেকে মহির উদ্দিন গা ঢাকা দিয়েছে।

এ বিষয়ে মহির উদ্দিন এর পরিবারের লোকজন জানান, এটি একটি ষড়যন্ত্র। কতিপয় ব্যক্তি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এই মামলাটি দায়ের করিয়েছেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম মামলা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত করে বলেন,এ মামলায় মহিরউদ্দিন পলাতক রয়েছে তবে তাকে গ্রেফতারের জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

অনলাইন কেনাকাটার প্রতিষ্ঠান ‘BCOS-বন্ধু বাজার’ এর উদ্বোধন

অনলাইনে ক্রেতা-বিক্রেতাদের চাহিদা ও নিরাপদ কেনাকাটাকে প্রাধান্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয়েছে দেশের অন্যতম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘BCOS-বন্ধু বাজার’। যার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু আগামী ১৬ আগস্ট (রবিবার)।

শুক্রবার সকালে (১৪আগস্ট) রাজধানীর মিরপুর-১৪ নম্বরে ‘BCOS-বন্ধু বাজার’এর কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা উপস্থিত থেকে কেক কাটেন।

‘BCOS-বন্ধু বাজার’এর প্রধান নির্বাহী ডা. কোরবান আলী বলেন,ডিজিটাল এই প্ল্যাটফর্মে ক্রেতা-বিক্রেতাদের নানা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। এখানে রাখা হয়েছে কয়েক হাজার মানসম্মত পণ্য।খুচরা ও পাইকারি বেচাকেনার সুযোগ রয়েছে।দেশি-বিদেশি পণ্যের সমাহার থাকছে বন্ধু বাজারে। তবে দেশি পণ্যকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। যেকোনো উদ্যোক্তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনামূল্যে রয়েছে নিবন্ধনের সুযোগ।

তিনি আরও জানান, ‘BCOS-বন্ধু বাজার’এর উদ্বোধন অফার হিসেবে ক্রেতাদের জন্য রাখা হয়েছে ৫% ছাড়।সাথে থাকছে প্রথম ১০ দিন ফ্রি ডেলিভারি।নিরাপদ ও বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা,চাহিদা মোতাবেক সহজলভ্য এবং জরুরি অবস্থায় পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে। আপাতত ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে কেনাকাটা করতে পারবেন সবাই। শিগগিরই চালু হবে তাদের ওয়েবসাইট।

বৈশ্বিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনলাইন কেনাকাটায় ‘BCOS-বন্ধু বাজার’শীর্ষে পৌঁছে দিতে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন প্রধান নির্বাহী ডা. কোরবান আলীসহ সব সদস্যরা।
- প্রেস বিজ্ঞপ্তি